প্রেক্ষিত বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস, আহমদ ছফার সমাজ দর্শন

আহমেদ স্বপন মাহমুদ

Everyone reads life and the world like a book. Even the so-called " illiterate ". But especially the leaders of our society, the most responsible non-dreamers : the polite – cians, the businessmen, the ones who makes plans. Without the reading of the world as books, there is no predictions, no planning, no law, no welfare, no war. Yet these leaders read the world in terms of rationality and averages, as if it were a textbook. The world actually writes itself the many leveled, unfixable intricacy and openness of a work of literature. If… we can ourselves learn and teach others to the world in the "proper " risky way, and to act upon that lesson, perhaps we….. would not forever be such helpless victims. Gayatri spivak, in other world, 1987

।। ১ ।।

একজন ব্যক্তির তাৎপর্যকে আমরা যদি গুত্ব দিতে চাই বা ব্যক্তি যদি তার ব্যক্তিক বেষ্টন থেকে বেরিয়ে এসে সকলের হয়ে যান, সমাজের হয়ে যান, তাহলে তাকে চিনবার ক্ষেত্রে অনেকগুলো বিষয়-আশয় আমাদের সামনে এসে হাজির হয়, যা বিশ্লেষণের দাবি রাখে। বিষয়গুলো হচ্ছে, একদিকে জীবনাচরণ, জীবনযাপন পদ্ধতি, অন্যদিকে সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতি-অর্থনীতি বিষয়ে ব্যক্তির দর্শন, চিন্তনপ্রক্রিয়া ও সৃজনশীল কর্মে সেই দর্শনের প্রতিফলন। ব্যক্তির কর্ম হচ্ছে ব্যক্তির তাৎপর্যকে বুঝবার জন্য অত্যন্ত জরি। সমাজদর্শন বিষয়ে ব্যক্তির দর্শন কী কী বিষয় নিয়ে পরিব্যাপ্ত, তা কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ব্যক্তির সৃজনীকর্মে তা প্রণিধানযোগ্য। এ ভূমিকার আবশ্যিকতা এ কারণে যে, আমরা আহমদ ছফার সমাজ দর্শন বিষয়ে যৎকিঞ্চিত আলোচনা করতে চাই। বলা বাহুল্য, এ জাতীয় আলোচনায় কতিপয় সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কেননা, ছফা অনেক গুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করে গিয়েছেন তার বিভিন্ন রচনায়, যা নিয়ে আলোচনার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা থাকলেও এই ক্ষুদ্র পরিসরে সেগুলো তুলে ধরা সম্ভব নয়, কেননা এর জন্য আবশ্যক ছফাকে গভীর পাঠ ও অনুধ্যান। উপরন্তু, সমাজদর্শন এমন একটি বিষয়, যার পরিসর ও ব্যাপ্তি অনেক বড়। ফলে ভয় হয়, একজন মনীষী আহমদ ছফা সম্পর্কে বলতে গিয়ে কোথাও ভুল হয়ে বসে কিনা। আমরা হয়তো তার প্রবন্ধ, উপন্যাস ও বিবিধ রচনার আলোক তার সমাজদর্শনের জায়গাটি সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু গবেষণা কর্ম হাতে নিতে পারি, কিন্তু এক্ষণে আমরা তার 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' গ্রন্থ থেকে যথাসম্ভব তার সমাজদর্শনের স্বপ কী সে বিষয়ে মনোযোগ দিতে সচেষ্ট হবো।

।। ২ ।।

আহমদ ছফা আমাদের কালের নায়ক, আমাদের উত্থানপর্বের নায়ক। (আমাদের কালের নায়ক, সলিমুল্লাহ খান, প্রথম আলো, ১০ আগষ্ট ২০০১)। সলিমুল্লাহ খান কালের নায়ক বুঝাতে গিয়ে লেরমন্তবের উদাহরণ টেনেছেন যে, আমাদের কালের নায়ক মাত্র একজন মানুষ নয়, একটি কাল। খান সাহেবের এ বিশ্লেষণের তাৎপর্য রয়েছে। কেননা আহমদ ছফা তার সময়কে ধারণ করতে পেরেছেন তার চিন্তায়, তার লেখনীতে, ঠিক অন্য দশজন দালাল- চাটুকার- সুবিধাবাদী তথাকথিত বুদ্ধিজীবীর মতো নয়, বরং সম্পূর্ণ সততায় ও নিষ্ঠায়। সেই প্রকাশে তীক্ষ্নতা আছে; সত্য প্রকাশের দুঃসাহসিকতা আছে; আঙুল দিয়ে চোখ ট্যারা করে দেখিয়ে দেয়ার স্পর্ধাও আছে তার, যা সম্ভবত কেবল তাকেই মানায়। সব দায়ভার নিজ স্কন্ধে তুলে তিনি যেভাবে যা দেখেছেন, যা অনুভব করেছেন, যা শুনেছেন, মানুষকে যে ভাবে বুঝেছেন, সাধারণ ম

ানুষের মতামত ও ভাবনাকে যেভাবে উপলব্ধি করেছেন তাই বলেছেন সাদামাটাভাবে। পাছে কেউ রাগ করে বা আনন্দে স্ফীত হয় এ ধরনের মনোভাব থেকে কখনোই লেখেননি তিনি; দুষ্ট মানসিকতা তার কখনোই ছিলো না যা তাকে আমাদের গতানুগতিক ধারা থেকে সহজভাবেই পৃথক ও স্বতন্ত্র করে তুলেছে। আহমদ ছফার এই যে স্বাতন্ত্র্য তা স্বর্গ থেকে হঠাৎ প াওয়া কোনো গায়েবি বিষয় নয়, এ জন্য তাকে প্রস্তুতি নিতে হয়েছিল গোড়া থেকেই। কেননা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সমাজের ক্লীবত্ব শুভ কিছু নয়, এটা কোনো সভ্যতা নয়, বরং এ-জাতীয় সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তির বিকাশ ও সমাজ বিকাশের দ্বার দ্ধ থাকে। সুতরাং, তাকেই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে সমাজের ক্লীবত্বের বিদ্ধে, অন্যায়ের বিদ্ধে, সুস্থ সমাজ বিকাশের স্ব ার্থে যা আবশ্যিক, একাকী হলেও। অবশ্য এ জন্য তাকে সহ্য করতে হয়েছে নানা গঞ্জনা , একাকীত্বের ভার, কিম্বা এসব তিনি হাসি মুখে মেনেও নিয়েছেন।

।।৩ ।।

আহমদ ছফা সম্পর্কে ফরহাদ মজহার যেমনটি বলেছেন, যা তাকে অনুধাবনের জন্য সহায়ক, 'কবি সাহিত্যিকরা যখন রেক্স রোস্তোরাঁয় আড্ডায় আর মাহবুব আলী ইনস্টিটিউটের বাংলা মদের দোকানে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে, চন্দনাইশের গ্র াম আর গাছবাড়িয়া থেকে পাশ করা ল্যাবাড়াধ্যাবড়া ছফা তখন রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসুদের সময়কাল গভীরভাবে অধ্যয়নরত। মাও জেদংয়ের লাল বইয়ের কদরও তখন বাড়ছে। কিন্তু ছফার কাছে মহান চীন বিপ্লবের তুলনায় বইয়ের স্লোগান কম আকর্ষণীয় মনে হয়েছে। সে তখন বুঝবার চেষ্টা করছে হিন্দু নবজাগরণের ঐতিহা সিক প্রেক্ষাপটটি কী? কী করে একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে আত্মপরিচয়ের চেতনা জাগল। হঠাৎ তো জাগেনি। কীভাবে সেটা জাগল। সেই জাগরণের পেছনে ব্যক্তির ভূমিকা কী? কী ভুমিকা চিল সাহিত্যের, সংস্কৃতির লেখালিখির?' (আহমদ ছফা এবং মানুষের মতো কর্তব্য কিম্বা ব্যক্তির মুক্তিতত্ত্ব, আজকের কাগজ, ৬ আগষ্ট ২০০১) ফরহাদের এ বক্তব্যে ছফার অনুসন্ধিৎসা, সময় ইতিহাস ও মানুষকে পাঠ করার সম্পর্কে ও তার মানসকে বুঝতে সহায়তা করবে। আহমদ ছফা স ম্পর্কে উপরিউক্ত বিষয়গুলো তার ব্যক্তিমানসকে বোঝার জন্য, তার সমাজ দর্শনের জায়গাটি অনুধাবনের সহায়ক হবে।

।।৪ ।।

এবারে আমরা আহমদ ছফার 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' গ্রন্থের আলোকে তার সমাজদর্শনের স্বরূপ খুব সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরতে সচেষ্ট হবো। একটি কথা প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা সমীচীন হবে যে, আহমদ ছফার সমাজদর্শনের জায়গাটি যখন পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হতে যাচ্ছে সেসময়ই ছফাকে হারাতে হলো আমাদের। বিচ্ছিন্নভাবে তার অনেক লেখায়, তার উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতায়- প্রতিটি কর্মে তার দর্শন রয়েছে বটে, তদুপরি আমরা খুব পরিষ্কারভাবে তার দর্শনের পরিপূর্ণ স্ব রূপ হয়তো পাচ্ছি না। হতে পারতো আত্মজীবনীমূলক 'উপলক্ষের লেখা'য় আমরা সেসব পেতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই...। 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯৭২ সালে, পরবর্তীতে বেশ ক'টি সংস্করণও প্রকাশিত হয়; কিম্বা তার মধ্যে নিহিত আবেদন এত বছর পরও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এ গ্রন্থে মূলত সময় সমাজ রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে চাছাছোলা বক্তব্য রয়েছে। আমরা এসবই আলোচনা করব। এক্ষেত্রে আমাদের বিশ্লেষণের চেয়ে অধিক গুত্ব দেবো, কেননা তার প্রতিটি কথা নিজেদেরকে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়, যা আমাদের উপলব্ধিতে যোগ করে নতুন জিজ্ঞাস্য, মনে উদ্রেক করে নতুন নতুন চিন্তার। আখতাজ্জামান ইলিয়াস যথার্থই বলেছেন, 'ব্যক্তির মধ্যে ইতিহাসকে ও ইতিহাসে বর্তমান ব্যক্তিটিকে নিবিড় করে অনুভব করার তাগিদে পাঠক আহমদ ছফার অনুসন্ধানী অভিযানে শরিক হবেন। কাজটা প্রায়ই সুখের নয়, স্বস্তিরও নয়; তার রচনা পাঠককে চুবিয়ে দিতে পারে গ্লানিবোধে। আবার গ্লানি মোচনের তাগাদটাও আসে আহমদ ছফার কাছ থেকেই।' আহমদ ছফার সমাজ দর্শনের জায়গাটি উপর থেকে দেখা কোনো বিষয় নয়, তা সমাজের সাথে তার নিবিড় সম্পর্কই কেবল প্রকাশ করে না, বরং সমাজের বিভিন্ন উপাদান কীভাবে মানবের মঙ্গ লে পান্তর করা যায় তারও আভাস তিনি দিয়েছেন। এ বিষয়ে আমরা পরবর্তী কোনো ধাপে আলোচনা করবো।

।।৫ ।।

'আমরা এমন যুগে বাস করছি, যখন রক্ত দিয়ে চিন্তা করতে বাধ্য হচ্ছি। চারদিকে এতো অন্যায়, অবিচার এতো মূঢ়তা এবং কাপুষতা ওৎ পেতে আছে যে এ ধরনের পরিবেশে নিতান্ত সহজে বুঝা যায় এমন- সহজ কথাও চেঁচিয়ে না বললে কেউ কানে তোলে না।' আহমদ ছফার সমাজমানস উপলব্ধির জন্য তার এ বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। সমাজে বিরাজমান অন্য

ায় অত্যাচার, প্রগতিশীলতার ভান, অসাম্প্রদায়িকতার ছদ্মবেশী সাম্প্রদায়িকতা, হঠকারিতা ইত্যাদি নৈমিত্তিক বিষয়, তদুপরি এই নেতিবাচক নৈরাজ্যময় পরিস্থিতিকে কেউ কোনো প্রশ্ন করে মেনে নিচ্ছি। সমাজের এই চরিত্র যে বিকাশের পক্ষে অন্তরায় তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন ছফা। এমনকি সুস্থ সংস্কৃতির পোশকধারী বুদ্ধিজীবীদের চরিত্রও তিনি উন্মোচন করেছেন খোলামেলা। ছফা বলতে চেয়েছেন, যে সমাজে ব্যক্তির বিকাশ রুদ্ধ সে সমাজের বিকাশও রুদ্ধ। এক্ষেত্রে অর্থনীতিক বৈষম্য, রাজনৈতিক নিপীড়ন, ধর্মের ভূমিকা, সংস্কৃতির শূন্যতা ইত্যাদির কথা বলেছেন স্পষ্ট করে। 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস'- এর শুটাই হয়েছে চপেটাঘাত দিয়ে। 'বুদ্ধিজীবীরা যা বলতেন, শুনলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না। এখন যা বলছেন, শুনলে বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোর আমূল পরিবর্তন হবে না।' তিনি এইসব বুদ্ধিজীবীদের সমালোচনা করে বলেছেন, 'সরকারী বুদ্ধিজীবীরা যখন বলেন, আমরা বাঙালী জাতীয়তাবাদের বিকাশ সাধন করছি, মৌলবাদ ঠেকাচ্ছি এবং বাঙালী সংস্কৃতির নিঃশর্ত বিকাশ সাধন করছি, তাদের এই উচচারণগুলো সত্য বলে মেনে নেয়ার কোনো যুক্তি নিজেরাও দাঁড় করাতে পারবেন না। সরকারী সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন বলেই যত্রতত্র তোতা পাখির মতো এ বুলিগুলো উচচারণ করছেন। তাদের রচনার মধ্যেই মানসিক বন্ধ্যাত্বের চিহ্ যে কেউ বের করতে পারেন।' আমাদের বুদ্ধিজীবীদের মেধাশূন্যতা, তাদের অন্তঃসারশূন্য কথামালা, তাদের চরিত্র এমনিভাবে উন্মেচিত করেছেন ছফা।

।।৬ ।।

সংস্কৃতি ও বিরাজমান সাংস্কৃতিক নৈরাজ্য বিষয়ে আহমদ ছফা তার মতামত নিঃসঙ্কোচে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি মনে করতেন,একটি সমাজের কাঙ্ক্ষিত মুক্তি সম্ভব নয় সাংস্কৃতিক মুক্তি ব্যতীত। আর সাংস্কৃতিক মুক্তির জায়গাটিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে ছফা যথার্থভাবে তার চারপাশকে খতিয়ে দেখেছেন, হতাশ হয়েছেন, ক্ষুব্ধ হয়েছেন সমাজের অরাজকতা পরিস্থিতি অবলোকন করে। প্রগতিশীলতার নামে, শুদ্ধসংস্কৃতিচর্চার নামে আবোলতাবোল যা কিছু হচ্ছে, এসবের প্রতি প্রশ্ন ছুঁড়লেন তিনি। কিন্তু মুক্তির জন্য প্রয়োজন আসলনকলের পার্থক্য নিপণকরা, না হলে জনগণের সংস্কৃতির উত্থান সম্ভব নয়। আসল নকলের পার্থক্য সম্পর্কে তাই তিনি বলেছেন যে, ''আসল সাম্প্রদায়িক ও নকল প্রগতিশীল সুবিধাবাদীদের যুগপৎভাবে পরাস্ত করতে না পারলে বাংলাদেশের জনগণের সংস্কৃতির উত্থান অসম্ভব। সমাজ ও সমাজের অভ্যন্তরে নিহিত সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তিনি নির্মোহভাবে। বুঝেছিলেন বাস্তবতার মূল জায়গাটি কী, কীভাবে বিভিন্ন সংস্কার-অন্ধত্ব-মিথ্যা-ভণিতা থেকে মুক্ত থাকা যায়, এবং পাশপাশি কীভাবে সমাজকে এসব নেতিবাচকতা থেকে মুক্ত করা যায়। এসব বিষয় সম্পর্কে তিনি কোনো উপায় যে বাতলে যাননি তা নয়, বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাসে তার আলোকপাতও রয়েছে। তবে ব্যক্তির বিকাশ ধারণাতে তিনি পারস্পরিক সম্পর্ককে গুত্বারোপ করেছেন, কারণ ব্যক্তির অসাধুতা বা সামাজিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তার ব্যর্থতাকে কেবল ব্যক্তির হিসেবে না দেখে সমাজের ব্যর্থতা মনে করেছেন।

সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ বিষয়টি যে কেবল বাংলাদেশ নয়, সারাবিশ্বের আলোচিত বিষয়, সে সম্পর্কে ছফা অনেক আগেই পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। বিশেষ করে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদকে গতানুগতিক যে দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হচ্ছে তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো এসব থেকেউল্টো। তিনি বরং ইতিহাসের সাহায্য নিয়েছেন এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে। সমাজ ইতিহাসের কোন পর্যায়ে কেন সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের উত্থান হচ্ছে বা এটা প্রকৃতই মৌলবাদ কিনা তা খতিয়ে দেখতে সচেষ্ট হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি ধর্মের ভূমিকারও প্রশ্ন তুলেছেন, এমনকি পরবর্তীতেও বিভিন্ন রচনায়। তিনি মনে করতেন যে মৌলবাদ সাম্প্রদায়িকতা একটি অবিকশিত সমাজ ব্যবস্থারই লক্ষণ, যে অর্থে মৌলবাদ বা সাম্প্রদায়িকতা হিসেবে আখ্যা দেয়া হয় তা সঠিক নয়। কিন্তু বিশ্ব পরিস্থিতিতে এর উত্থান একটি বাস্তবতা, যা ভবিষ্যতে আরও মারাত্মকভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। আহমদ ছফার বক্তব্যের যথার্থতা রয়েছে বলে মনে করি।

।।৭ ।।

ছফার চিন্তা ভাবনার মূল জায়গায় কিন্তু ছিলো নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক চেতনা। একটি বিকশিত সমাজের সংস্কৃতি, রাজনীতি তথা অর্থনীতি ও জীবনযাপনের মধ্যে যে অভিন্ন সামঞ্জস্য থাকে তা ছফার লেখায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এসবের সুষম বিকাশ না হলে ব্যক্তির ও সমাজের সুষম বিকাশ সম্ভব নয়, ছফা বারবার তাই বলেছেন এ গ্রন্থে। আর এসব বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তার সমাজদর্শনই পরিস্ফুট হয়েছে; যা মূলত মানবতাবাদী। যদিও কখনো কখনো তার বক্তব্যে উগ্রবাদিতা লক্ষণীয়, কিন্তু তা হচ্ছে বিবেকের ক্ষরণের ফলাফল, যে বিবেক মূর্তমান মানব কল্যাণ সাধনায়।

উপরন্তু, প্রকৃত সৎ লেখকের হয়তো এরকম উগ্রবাদিতা প্রকাশ পাওয়াও অস্বাভাবিক নয়, অন্তত ছফার মতো নিরেট সত্যবাদী স্পষ্ট মনীষী লেখকের।

।।৮ ।।

ছফা মূলত বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনায় মুক্তির হিসেবে বিকল্প রাজনীতি নির্মাণের আভাস দিয়েছেন। চুলচেরা বিশ্লেষণই কেবল নয়, বিশ্লেষণকে বাস্তবিক করার যে উপলক্ষ্য বা নির্দেশনা তাও নিহিত আছে তার এ গ্রন্থে। এসব বিষয় অন্য একটি বিকল্প মানবউপকারী রাজনীতি নির্মাণে অবশ্যই সহায়ক। তবে সমাজ মনীষার যে বিকশিত পর্ব তা এ লেখাতেই মূলত স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যা পরবর্তীতে আরও গভীরতা পায়। যদিও এ সমাজদর্শনের জায়গাটি সুনির্দিষ্ট কিছু নয়, তবে যাত্রা ছিল সুনির্দিষ্টের; ফলে আমরা হয়তো তার পরবর্তী রচনায় আরও গভীর জায়গাটি আবিষ্কার করতে পারতাম কিন্তু সেসময় তিনি দিয়ে যাননি আমাদের। তথাপি তার দর্শনের জায়গাটি আমাদের জন্য অনুসন্ধিৎসা ও প্রেরণার উৎস, একটি সুস্থ সমাজ নির্মাণের প্রত্যয় ব্যক্ত করে তিনি লিখেছেন, তবে এর জন্য অনুসন্ধিৎসা জরি, জরি নতুন চেতনার, বিকল্প ধারায়। যেমন তিনি বলেছেন যে এই মুক্তির জন্য প্রয়োজন একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লব যা জন্ম দেবে একটি উন্নততর র াজনৈতিক বিপ্লবের যার জন্য রাজনৈতিক কর্মীদের সংস্কৃতি কর্মীদের ভূমিকা পালন করতে হবে। আর সংস্কৃতি কর্মীদের প ালন করতে হবে রাজনীতিকের ভূমিকা। তার মতে সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ছাড়া কোন রাজনৈতিক অগ্রগতি নেই। আর র াজনীতি হচ্ছে সুন্দরভাবে সবাইকে নিয়ে বাঁচার সংগ্রাম। তার এই দৃষ্টিভঙ্গি একটি উন্নত তর সমাজ নির্মাণের জন্য স ামগ্রিক সমাজ উপাদানের মধ্যে যে সামঞ্জস্য প্রয়োজন সেটির বহিঃপ্রকাশ। অর্থাৎ বিচ্ছিন্নভাবে নয়, সমাজটাকে তিনি দেখেছেন একটি গ্রন্থিত সামষ্টিক প হিসেবে। যে কারণে সমাজের তথাকথিত অগ্রসর শ্রেণী, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সমালোচনা করে তিনি বলেছেন যে যদি আমরা বাস্তবের সাথে জ্ঞানকে মিলাতে না পারি, যদি যুক্তি ও বিজ্ঞান চর্চার পথে অগ্রসর হতে না পারি তাহলে তো সমাজের মুক্তি তথাকথিত শিক্ষিত ও ধর্মান্ধ বিজ্ঞানী বা দালাল অসাধু বুদ্ধিজীবী দিয়ে সম্ভব নয়। তিনি বলেওছেন যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দের সংকীর্ণ ও অদূরদর্শিতার কারণে কিভাবে সংস্কৃতি ও রাজনীতি দুটি আলাদা আলাদা গণ্ডীতে পরিণত হল। কিভাবে সুষ্ঠু রাজনৈতিক সংস্কৃতি থেকে বঞ্চিত হল তণ প্রজন্ম। সমাজে বিরাজমান এইসব অসঙ্গতিকে কিভাবে দূরে ঠেলে একটি কাঙ্ক্ষিত নতুন সমাজ নির্মাণ করা যায় তার অ াভাস তিনি বারবার দিয়েছেন। তার এইসব অনুধাবণ ও উপলব্ধি একটি নতুন সমাজনির্মাণের প্রত্যাশাকেই বারবার প্রতিফলিত করেছে। এ প্রসঙ্গে ছফা বলেছেন, 'আমাদের সমাজ একটি বিরাট পরিবর্তনের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। সম াজের খোল নলচে দুই-ই বদলে নতুন সমাজ সৃজন করার জোরালো দাবি সমাজের মর্মমূল থেকেই তীব্রবেগে স্ফূরিত হয়েছে। এই সৃজনপ্রক্রিয়াতে বেগ ও পূর্ণাঙ্গতা দান করতে হলে রাজনীতির পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।'

।।৯ ।।

অর্থনীতি ও রাজনৈতিক জীবনের সাথে সাংস্কৃতিক জীবনের যে যোগসূত্র তা কিন্তু শ্রেণী নিরিখে নয়; ছফা শ্রেণী বিশ্লেষণ এড়িয়ে গিয়েছেন। কেন তিনি এটা করেছেন এ বিষয়ে প্রশ্ন করা যায় তাকে? কিন্তু আমরা ধরে নিতে পারি, এতো হট্টগোল ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে না গিয়ে তিনি গ্রন্থটিকে সাধারণের জন্য উপযোগী করতে চেয়েছিলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ অবহেলিত জনগো ষ্ঠীর যে অনুধাবন তার কাছাকাছি তিনি যেতে চেয়েছেন এবং সফলও হয়েছেন। শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সমাজের বুদ্ধিবৃত্তি, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির বিশ্লেষণ হলে হয়তো তা আরও ভারি হয়ে উঠতে পারতো, কিন্তু ছফা সেখানে য াননি ইচ্ছে করেই, বোধকরি। আবার শিল্প- সৌন্দর্যের নামে তা বায়বীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হোক তাও চাননি তিনি। বরং জনগণের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণে জনগণের সংস্কৃতির যে ধারাপ্রবাহ তার বিকাশ কামনা করেছেন তিনি যা সুন্দর সমাজ নির্ম াণের জন্য আবশ্যক।

।।১০ ।।

আহমদ ছফা কোনো সমাজতাত্ত্বিক নন, কিন্তু সমাজে নিহিত সকল উপাদান সম্পর্কে, সমাজের ভাল-মন্দ দিক সম্পর্কে, সমাজের নাগরিকদেরসম্পর্কে বিশেষ করে নাগরিক সমাজে বিরাজমান নেতিবাচকতা নিয়ে, মধ্যবিত্ত শিক্ষিতদের চি ও অভিজ্ঞান নিয়ে, সমাজের নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও পিছিয়ে পড়াদের নিয়ে, তাদের সংস্কৃতি ও সংস্কৃতির বিস্তার

নিয়ে, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ নিয়ে সাদামাটা চোখে যেভাবে দেখেছেন, শুনেছেন, উপলব্ধি করেছেন সেসবই বলেছেন এ গ্রন্থে। তবে এ কথা হয়তো বলা যাবে তাকে যে, এ আলোচনা যদি একজন শ্রেণী বিশ্লেষকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যদি তিনি করে যেতেন তাহলে আমরা হয়তো আরো উপকৃত হতে পারতাম। সমাজ মুক্তির প্রশ্নে রাজনীতি সংস্কৃতিকে তিনি অভিন্ন করে দেখেছেন বটে, বলেও ছেন মুক্তির প্রশ্নে পরস্পরের অপরিহার্যতা, কিন্তু কোন ধরনের রাজনীতি-সংস্কৃতির পথে সমাজের দৃষ্টি দেয়া উচিৎ তার যথোপযুক্ত ব্যাখ্যা আমরা পাইনি। আবার জনগণের সংস্কৃতি বলতে তিনি পরিষ্কারভাবে কি বলতে চেয়েছেন তারও ব্যাখ্যা আমরা পাইনি এ গ্রন্থে। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে আজ থেকে তিরিশ বছরেরও সময় আগে লেখা রচনায় যে তাৎপর্য তা এখনো প্রাসঙ্গিক, বর্তমান সমাজের চিত্রকেই তুলে ধরে। এটা তার দূরদর্শিতা, এবং তার গভীর সমাজ মনীষার স্বরূপকেই আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তোলে। আর এখানেই ছফা তার ব্যক্তি-পরিবেষ্টন থেকে বেরিয়ে এসে হয়ে উঠেছেন সকলের, সমাজের, একারণেই তার তাৎপর্য আমাদের কাছে অনেক বেশী, অনেক গভীর। কেননা তিনি কলুষমুক্ত একটি সুন্দর সমাজের কথা ভেবেছেন, কাজও করেছেন। তার সমাজ দর্শনের এই জায়গাটিই তো অনেক অনেক বেশি গুত্বপূর্ণ।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com